



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ শিলচর, বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ২৭ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ www.krctimes/bangla
ISSUE-9 15th October 2026 Thursday KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

মণিপুরে নাগা ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন মস্তক উদ্ধার, হামলার পাঁচ দিন পর মিলল দেহাংশ

ইসফল : মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় হামলায় নিহত নাগা ব্যক্তি আজিনপৌ রিংকামাইয়ের বিচ্ছিন্ন মস্তক উদ্ধার করল নিরাপত্তা বাহিনী। গত ১০ অক্টোবরের হামলার পাঁচ দিন পর, বুধবার ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এলাকা থেকে দেহাংশটি উদ্ধার করা হয়। সন্দেহভাজন কুকি সশস্ত্র ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ উঠেছে। মাকুই গ্রামে ওই হামলায় চার নাগা পুরুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে অভিযোগ। নিহত আজিনপৌর মস্তক কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ) ও মণিপুর পুলিশের যৌথ দল তল্লাশি চালিয়ে মস্তকটি উদ্ধার করে। পরে সেটি ইসফলের জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের মর্গে পাঠানো হয়।

নিজুত মইনা প্রকল্পের আওতায় নার্সিংয়ের ছাত্রীরাও, ঘোষণা হিমন্তুর

আগামী বছর থেকে মিলবে আর্থিক সহায়তা

গুয়াহাটি : উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহিত করতে নিজুত মইনা প্রকল্পের পরিধি আরও বাড়াতে চলেছে অসম সরকার। আগামী বছর থেকে বি.এসসি নার্সিং এবং জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জিএনএম) পাঠক্রমের ছাত্রীরাও এই প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা পাবেন। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির জ্যোতি-বিশ্ব অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নিজুত মইনা ও নিজুত বাবু প্রকল্পের প্রথম কিস্তির আর্থিক সহায়তা বণ্টন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই নার্সিংয়ের পেশাদার পাঠক্রমে যুক্ত ছাত্রীদের নিজুত মইনা প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।



রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি পেশাদার নার্সিং পাঠক্রমে পড়াশোনা করা ছাত্রীরাও আর্থিক সহায়তার সুযোগ পাবেন। তবে নতুন করে অন্তর্ভুক্তির নিয়ম, সহায়তার পরিমাণ এবং আবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও

জানানো হয়নি। শিক্ষা দফতরের আধিকারিক নারায়ণ কোঁওর জানিয়েছেন, অসমে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬.১৩ লক্ষ ছাত্রী নিজুত মইনা প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তি ও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক বাধা কমানোই এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

দুর্গাপূজার আগে আর্থিক সহায়তার প্রথম কিস্তি বণ্টনকে পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ উপহার হিসেবেও তুলে ধরে রাজ্য সরকার। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান ছাত্রছাত্রীরা। নার্সিংয়ের ছাত্রীদের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা নিজুত মইনা প্রকল্পের আওতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ। তবে আগামী শিক্ষাবর্ষে এই সম্প্রসারণ কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশের অপেক্ষা রয়েছে।

হাইলাকান্ডিতে ধর্ষণ-খুনের মামলা অভিযুক্তের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিচারের নির্দেশ জেজেবির

হাইলাকান্ডি : হাইলাকান্ডিতে ১৬ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় ১৭ বছরের এক অভিযুক্তের বিচার প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে করার নির্দেশ দিল জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড (জেজেবি)। প্রাথমিক মূল্যায়ন, মনস্তাত্ত্বিক রিপোর্ট, চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি এবং তদন্তকারী আধিকারিকের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। গত ১ অগস্ট রাতে কাটলিছড়া থানার অধীন আলোইছড়া এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। হাইলাকান্ডির পুলিশ সুপার অমিতাভ সিনহা জানান, ঘটনার সময় অভিযুক্তের বয়স ছিল ১৭ বছর পাঁচ মাস। অগস্টের প্রথম সপ্তাহে তাকে আটক করা হয়।

এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫(১) ও ১০৩(১) ধারা এবং পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (সিটি) গঠন করা হয়। পুলিশের দাবি, ফরেনসিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ, সাক্ষীদের বয়ান এবং ডিজিটাল নথি খতিয়ে দেখে সেপ্টেম্বরে পাঁচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে।

জুভেনাইল জাস্টিস আইন অনুযায়ী, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ উঠলে তার সক্ষমতা ও অপরাধের পরিণতি বোঝার ক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়।

মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর বন্যাত্রাণের দাবিতে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার অখিলের

গুয়াহাটি : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণের দাবিতে চলা সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করলেন রাইজার দলের বিধায়ক অখিল গগৈ। বৃহস্পতিবার রাজ্যের দুই মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা ও কেশব মহন্তের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তবে বৈঠকে সরকারের তরফে কী আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

গত ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন অখিল।



তার দাবি ছিল, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুই লক্ষেরও বেশি পরিবারকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পর আন্দোলন প্রত্যাহার হলেও ক্ষতিপূরণের দাবিগুলি কতটা পূরণ হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

দুর্গাপূজায় কড়া নজরদারি গুয়াহাটি পুলিশের, রাত ১০টার পর মাইকে উচ্চস্বরে গান নিষিদ্ধ

গুয়াহাটি : দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও যান চলাচল সুনিশ্চিত করতে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করল গুয়াহাটি পুলিশ। পূজো মণ্ডপে শব্দ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে সিসিটিভি বসানো, স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন এবং সড়ক নিরাপত্তা; একাধিক বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পুলিশের নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাত ১০টার পর মাইক্রোফোনে উচ্চস্বরে গান বা শব্দ করা যাবে না। পূজো কমিটিগুলিকে সারা রাত মণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ভিড় সামালানো এবং নিরাপত্তার কাজে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রতিটি পূজো মণ্ডপে সিসিটিভি

ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি, উৎসবের দিনগুলিতে সাদা পোশাকে পুলিশকর্মীরা বিভিন্ন মণ্ডপে নজরদারি চালাবেন। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য মণ্ডপগুলিতে পুরুষ ও মহিলাদের প্রবেশ এবং বেরোনার পৃথক পথ রাখার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। এতে ভিড়ের চাপ কমানোর পাশাপাশি দর্শনার্থীদের যাতায়াত আরও সুশৃঙ্খল করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। উৎসব চলাকালীন মদ্যপানের বিরুদ্ধেও কড়া অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। শহরজুড়ে পূজো উদ্‌যাপনের সময় কাউকে মদ্যপান করতে দেখা গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার খঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

গরু ও মাদক পাচার প্রায় বন্ধ, লালবাগে দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে উন্নয়নের গুচ্ছ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

কলকাতা : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ বিধানসভা এলাকায় গরু ও মাদক পাচার প্রায় বন্ধ বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার লালবাগের বুধাসপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করতে এসে এলাকার উন্নয়নে একগুচ্ছ ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিএসএফ ও পুলিশ যৌথভাবে কাজ করায় এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদকে নোশামুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটনের সম্ভাবনাও কাজে লাগাতে হবে।

এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নতুন আইটিআই কলেজ, প্রধানমন্ত্রী জনশ্রুতি কেন্দ্র, মর্নিং কলেজ চালু এবং হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বাড়ানোর কথা ঘোষণা



করেন মুখ্যমন্ত্রী। কলেজে গার্লস কলেজ চালুর বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়তে জেলাশাসককে জমি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অর্থের অভাব হবে না।

ডিসেম্বরের মধ্যে ঘোষিত কাজগুলি সম্পন্ন করার নির্দেশও দেন তিনি। সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধে প্রশাসনের সক্রিয়তার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ। মুর্শিদাবাদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে সমন্বয়ের সঙ্গে কাজ করার বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী।



ধ্বংসের ছায়া সরিয়ে সৃষ্টির পথে ফিরুক তারুণ্য!

একটি দেশের ভবিষ্যৎ শুধু সংসদে প্রণীত আইন কিংবা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে না। সেই ভবিষ্যতের ভিত গড়ে ওঠে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেড়ে ওঠা ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা, চরিত্র, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। ছাত্রছাত্রীরা কেবল দেশের তরুণ জনসংখ্যা নয়, তারা সম্ভাবনা, সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও অগ্রগতির জীবন্ত পুঁজি। তাদের চোখে লালিত স্বপ্ন জাতির ভাগ্য বদলে দিতে পারে, তাদের মেধা ও কর্মশক্তি সভ্যতার গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির জন্য যে হাত বই, কলম ও গবেষণার সরঞ্জাম তুলে নেওয়ার কথা, সেই হাত যখন ধ্বংসের অস্ত্র হয়ে ওঠে; জ্ঞানের আকাশকে যখন হিংসা গ্রাস করে; শিক্ষাঙ্গন যখন শৃঙ্খলা ও মুক্তচিন্তার বদলে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাতের আখড়ায় পরিণত হয়, তখন তা আর নিছক ছাত্রসমাজের সমস্যা থাকে না। গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবেকের কাছে তা হয়ে ওঠে এক গভীর সতর্কবার্তা।

এই প্রেক্ষাপটে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব ছাত্র দিবস আমাদের আত্মসমীক্ষার সুযোগ এনে দেয়। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং ‘মিসাইল ম্যান’ নামে পরিচিত এ পি জে আবদুল কালামের জন্মদিন উপলক্ষে ভারতে এই দিনটি ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন, শিক্ষা ও সম্ভাবনার প্রতি তাঁর গভীর আস্থার স্মারক হিসেবে পালিত হয়। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘ দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেনি। তবু ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কালামের শিক্ষাদর্শ ও ছাত্রকেন্দ্রিক ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম।

কালামের কাছে ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র পরীক্ষায় নম্বর তোলার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত একদল শিক্ষার্থী ছিলেন না। তাঁর চোখে তারাই ছিল ভবিষ্যতের ভারত নির্মাণের প্রধান শক্তি। তিনি শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসতেন, তাদের প্রশ্ন শুনতেন, কৌতূহলকে উৎসাহ দিতেন এবং বড় স্বপ্ন দেখতে শেখাতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, স্বপ্ন শুধু ঘুমের মধ্যে দেখা কোনও ছবি নয়; যে স্বপ্ন মানুষকে জাগিয়ে রাখে, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেয়, সেটাই প্রকৃত স্বপ্ন। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে অসাধারণ অধ্যবসায়, জ্ঞান ও নিষ্ঠার মাধ্যমে ইতিহাস গড়ার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা আজও প্রমাণ করে; জন্মপরিস্থিতি নয়, মানুষের সংকল্প ও কর্মই তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে।

কালামের লক্ষ্য অবশ্য শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ভারতকে একটি উন্নত, আত্মনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক এবং নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে। তাঁর কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জীবিকা অর্জনের উপযোগী দক্ষতা তৈরি করা ছিল না; শিক্ষার কাজ ছিল প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা, চরিত্র এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটানো। তিনি চাইতেন, প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা চিনুক, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিক এবং নিজের শক্তিকে সমাজের সমস্যার সমাধানে কাজে লাগাক।

আজ প্রশ্ন উঠতেই পারে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্ররাজনীতি কি সেই স্বপ্নপূরণের পথে এগোচ্ছে? শিক্ষাঙ্গনে হিংসাত্মক সংঘর্ষ, ভাঙচুর, মাদকাসক্তি, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং পেশিশক্তির প্রদর্শন নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। তবে এই বিচ্ছিন্ন বা পুনরাবৃত্ত ঘটনাগুলির দায় গোটা ছাত্রসমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া যেমন অন্যায়, তেমনই সমস্যাটিকে উপেক্ষা করাও বিপজ্জনক। কারণ, এই প্রজন্মেরই অনেকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, খেলাধুলা, পরিবেশ সংরক্ষণ, উদ্যোগ গড়ে তোলা এবং সমাজসেবায় অসামান্য অবদান রাখছে। কিন্তু যখন তরুণদের সৃজনশীল শক্তির একটি অংশ ধ্বংসাত্মক কাজে নষ্ট হয়, তখন তার পিছনের কারণগুলি খতিয়ে দেখা জরুরি। গবেষণাগারে নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনাময় সময় যদি শিক্ষাঙ্গনকে সংঘর্ষের ময়দানে পরিণত করতেই ব্যয় হয়, তবে তা শুধু ছাত্রছাত্রীদের ব্যর্থতা নয়, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাও।

ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস অবশ্য অন্য কথাও বলে। সামাজিক পরিবর্তন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনস্বার্থের নানা প্রশ্নে ছাত্রসমাজ বহুবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ, প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহি দাবি এবং শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সংগঠিত হওয়া ছাত্রজীবনের বৈধ ও প্রয়োজনীয় প্রকাশ। গণতন্ত্রে মতবিরোধের অধিকার অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আন্দোলন ও নৈরাজ্যের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট অথচ মৌলিক সীমারেখা রয়েছে। যুক্তির জায়গায় আগ্রাসন, সংলাপের জায়গায় সংঘর্ষ এবং প্রতিবাদের জায়গায় হিংসা প্রতিষ্ঠা পেলে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য আড়ালে চলে যায়, সামনে আসে ব্যক্তিগত অহং ও শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা।

ইয়েমেনে সৌদি-হুথি সংঘাত

ড. প্রিয়াঙ্কা সৌরভ

সৌদি আরব ও হুথি বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাত পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম গুরুতর নিরাপত্তা সংকট। ইয়েমেনের দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে আধিপত্যের লড়াই এবং আন্তর্জাতিক কৌশলগত স্বার্থের সংঘাত থেকেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৪ সালে হুথি বিদ্রোহীরা ইয়েমেনের রাজধানী সানার দখল নেওয়ার পর সংঘাত আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ২০১৫ সালের মার্চে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের হস্তক্ষেপ এই সংঘাতকে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট থেকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জে পরিণত করে। উত্তেজনা কমাতে বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হলেও মানবিক নিরাপত্তা, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে এই সংঘাত এখনও গুরুতর হুমকি হয়ে রয়েছে।

এই সংঘাতের প্রধান কারণ ইয়েমেনের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দুর্বল শাসনব্যবস্থা। ২০১১ সালের আরব বসন্তের সময় দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের জেরে প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লাহ সালেহ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর উত্তরসূরি আবদরাক্বুহ মনসুর হাদি একটি কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। দুর্নীতি, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বলতা দেশের রাজনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। এর ফলে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকে, যা হুথি আন্দোলনের বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

এই সংঘাতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হুথি আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ। আনসার আল্লাহ নামেও পরিচিত এই আন্দোলনের উত্থান উত্তর ইয়েমেনের জায়েদি শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে। আন্দোলনের সমর্থকেরা রাজনৈতিক অবহেলা, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রান্তিকীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন একটি শক্তিশালী সশস্ত্র সংগঠনে পরিণত হয়। ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি থেকেই হুথি আন্দোলনের শিকড় গড়ে উঠলেও, তাদের সামরিক সম্প্রসারণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংঘাত দেশের অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

২০১৪ সালে হুথিদের রাজধানী সানা দখল সংঘাতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এরপর তারা দেশের আরও কয়েকটি অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেনি সরকারের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। সৌদি আরব এই ঘটনাকে তার দক্ষিণ সীমান্তের কাছে একটি গুরুতর নিরাপত্তা সংকট হিসেবে বিবেচনা করে। ইয়েমেনের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত ভাগ করে নেওয়ায় সৌদি আরবের আশঙ্কা ছিল, হুথিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব তার আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্বার্থকে বিপন্ন করতে পারে।

সৌদি আরবের নিজস্ব নিরাপত্তা-উদ্বেগও এই সংঘাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় সৌদি ভূখণ্ডের সামরিক স্থাপনা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এর ফলে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। ২০১৫ সালের মার্চে হুথিদের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তি খর্ব করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেনি সরকারকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু করে। যদিও এই অভিযানের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ইয়েমেনের সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, দীর্ঘস্থায়ী সামরিক অভিযান সংঘাতের সমাধানকে আরও জটিল করে তোলে।

এই সংঘাতের পিছনে বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক কারণ হিসেবে রয়েছে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে আঞ্চলিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা। ইরান হুথি আন্দোলনকে বিভিন্ন মাত্রায় রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সামরিক সহায়তা

দিয়েছে। সৌদি আরবের দৃষ্টিতে, নিজের দক্ষিণ সীমান্তের কাছে ইরানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব একটি বড় নিরাপত্তা-হুমকি। যদিও হুথি আন্দোলনের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ভিত্তি এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অগ্রাধিকার রয়েছে, ইরান-সৌদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সংঘাতকে বৃহত্তর আঞ্চলিক মাত্রা দিয়েছে। ফলে ইয়েমেন এখন শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতের ক্ষেত্র নয়, পশ্চিম এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়েরও অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

এই সংঘাত আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলেছে। এর সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিণতি মানবিক বিপর্যয়। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টি এবং চিকিৎসা পরিষেবার অভাবের মতো সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। হাসপাতাল, স্কুল, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য জনপরিষেবামূলক পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্বল শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সংকট সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে। এমন পরিস্থিতি জঙ্গি সংগঠনগুলির বিস্তার এবং অবৈধ কার্যকলাপ বৃদ্ধিরও সুযোগ তৈরি করতে পারে।

এই সংঘাতের আরেকটি বড় প্রভাব পড়েছে সামুদ্রিক নিরাপত্তার উপর। ইয়েমেনের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত কৌশলগত, কারণ দেশটি বাব-এল-মাদেব প্রণালির কাছাকাছি অবস্থিত। এই প্রণালি লোহিত সাগরকে এডেন উপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং সুয়েজ খাল হয়ে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হিসেবে কাজ করে। হুথিদের বাণিজ্যিক জাহাজ ও সামুদ্রিক চলাচলকে লক্ষ্য করে হামলা আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে ২০২৩ সালের শেষ দিক থেকে লোহিত সাগরে হামলা বৃদ্ধির ফলে বহু জাহাজ চলাচলকারী সংস্থা বিকল্প পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে জাহাজ চলাচল করায় যাত্রার সময়, জ্বালানির খরচ এবং পণ্য পরিবহনের ব্যয় বেড়েছে।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছে জ্বালানি নিরাপত্তার উপর। পশ্চিম এশিয়া বিশ্বে তেল সরবরাহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই অঞ্চলে নিরাপত্তাজনিত কোনও ঘটনা আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে। ২০১৯ সালে সৌদি আরবের আবকাইক ও খুরাইস তেল পরিশোধন ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উপর হামলা গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিকাঠামোর দুর্বলতা সামনে নিয়ে আসে। তবে এই হামলার সম্পূর্ণ দায় সৌদি-হুথি সংঘাতের উপর চাপানো যথাযথ হবে না। তা সত্ত্বেও ঘটনাটি আঞ্চলিক অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত বৃহত্তর ঝুঁকিগুলিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। জ্বালানি স্থাপনায় হামলার আশঙ্কা তেলের দামের অনিশ্চয়তা বাড়ায়, বিমার খরচ বৃদ্ধি করে এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে।

চতুর্থত, এই সংঘাত আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রভাবিত করেছে। ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে অবিশ্বাস আরও গভীর হয়েছে এবং পশ্চিম এশিয়ায় বহিরাগত শক্তিগুলির ভূমিকা বেড়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং অন্যান্য উন্নত অস্ত্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সামরিক প্রতিযোগিতাকে তীব্র করেছে। এর ফলে আঞ্চলিক দেশগুলিকে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, গোয়েন্দা সক্ষমতা এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করতে আরও বেশি সম্পদ ব্যয় করতে হচ্ছে। পাশাপাশি, সংঘাতের বিস্তার বৃহত্তর আঞ্চলিক উত্তেজনা তৈরি করতে পারে, যা সম্ভ্রাসবাদ দমন এবং অন্যান্য কূটনৈতিক উদ্যোগে সহযোগিতাকে ব্যাহত করার আশঙ্কা বাড়ায়।

বিশ্ববাণিজ্যের উপরও এই সংঘাতের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা বাড়লে পণ্য পরিবহনের খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে, সরবরাহে বিলম্ব ঘটতে পারে এবং আমদানিনির্ভর অর্থনীতিগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হতে পারে। খাদ্য, জ্বালানি ও শিল্পপণ্যের পরিবহণ ব্যয় বেড়ে গেলে অর্থনৈতিক সংকট আরও তীব্র হতে পারে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

জেএনইউ বিতর্কে বিমল আকোইজামের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি

লোকসভার স্পিকারের দ্বারস্থ বিজেপির মহিলা সাংসদরা

নয়াদিল্লি : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এর সঙ্গে যুক্ত একটি যৌন হেনস্থার অভিযোগকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সাংসদ বিমল আকোইজামের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানালেন বিজেপির মহিলা সাংসদরা। বৃহস্পতিবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে তাঁরা একটি স্মারকলিপি জমা দেন। অভিযোগটি খতিয়ে দেখতে সংসদের এথিক্স কমিটির কাছে বিষয়টি পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। বিজেপি সাংসদ ডগ্গুবতী পুরন্দেশ্বরী জানান, অভ্যন্তরীণ কমিটি বিমল আকোইজামকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বলে তাঁদের দাবি। সেই প্রেক্ষিতেই স্পিকারকে বিষয়টি এথিক্স কমিটিতে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পুরন্দেশ্বরী বলেন, তআমরা একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। কংগ্রেস সাংসদ বিমলকে অভ্যন্তরীণ কমিটি দোষী বলে জানিয়েছে। তাই বিষয়টি এথিক্স কমিটিতে পাঠিয়ে খতিয়ে দেখার জন্য স্পিকারকে



অনুরোধ করেছে। অভ্যন্তরীণ কমিটির পর্যবেক্ষণ সাংসদ হিসেবে আকোইজামের পদে থাকার ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে কি না, তা-ও বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদরা। তাঁদের দাবি, অভিযোগের গুরুত্ব এবং কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সংসদীয় স্তরে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

পুরন্দেশ্বরীর বক্তব্য, স্মারকলিপি খতিয়ে দেখে আইনি দিকগুলি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা। প্রয়োজন মনে করলে

বিষয়টি এথিক্স কমিটিতে পাঠানোর সম্ভাবনাও তিনি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

এই ইস্যুতে কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। পুরন্দেশ্বরী অভিযোগ করেন, বিমল আকোইজামের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব নীরব রয়েছে। দলের নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ানকা গান্ধী বচরার প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখা উচিত বলেও দাবি করেন তিনি। মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্নে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানান বিজেপি সাংসদ।

ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই এখন স্পিকারের সিদ্ধান্তের দিকে নজর রয়েছে। তবে স্মারকলিপি জমা পড়া মানেই এথিক্স কমিটির তদন্ত শুরু হওয়া নয়। বিষয়টি কমিটির কাছে পাঠানো হবে কি না এবং সংসদীয় বিধি মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা স্পিকারের বিবেচনার উপর নির্ভর করছে।

কাছাড়ে ৫৭.৫ কোটির ইয়াবা উদ্ধার, ধৃত ২

শিলচর : কাছাড় জেলায় একটি ট্রাকের গোপন কুঠুরি থেকে ২.৩ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল অসম পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫৭.৫ কোটি টাকা। এই ঘটনায় দু'জনকে আটক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সমাজমাধ্যমে এই অভিযানের কথা জানিয়ে কাছাড় পুলিশ ও অসম পুলিশের প্রশংসা করেছেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ট্রাকটির মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি একটি গোপন কুঠুরিতে ট্যাবলেটগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়।

মাদক পাচারের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের অভিযানে এই উদ্ধারকে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে 'নেশামুক্ত ভারত' এবং 'ড্রাগসের বিরুদ্ধে অসম' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছেন।

তবে ধৃত দু'জনের পরিচয়, মাদকের চালানটি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

লক্ষায় পথ দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যু, উত্তেজনা গাড়ি ভাঙচুর, ধৃত ৯

হোজাই : অসমের হোজাই জেলার লক্ষার ইসলামাবাস্তি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। সোমবার সন্ধ্যার এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতার একাংশের বিরুদ্ধে একাধিক গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ন'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, লক্ষা-উমরাংসো সংযোগকারী সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন আরও এক ব্যক্তি। তবে কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতার একাংশ ঘটনাস্থলে থাকা একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যানবাহনও রয়েছে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষা পুলিশ ভাঙচুরের ঘটনায় তদন্ত শুরু করে।

এই ঘটনায় ধৃতরা হলেন মধুর আলি, আসাদুল হক, রফিকুল ইসলাম, সাহিল উদ্দিন আহমেদ, আইনুল হক, ইজাজুল হক, হাবিবুর রহমান, জিয়াবুর রহমান ও হাবিজ উদ্দিন। ধৃত ন'জনকেই আদালতে পেশ করা হয়েছে।

২০৪৭ সালের মধ্যে জিএসডিপিতে পর্যটনের অবদান ৫.৭ শতাংশ

২০২৬-এ ১০ লক্ষ পর্যটক টানার লক্ষ্য মিজোরামের

আইজল : ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিএসডিপি) পর্যটন ক্ষেত্রের অবদান বর্তমান ২.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ থেকে ৭ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে মিজোরাম সরকার। পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও স্থানীয়দের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা।

বুধবার মিজোরাম ট্রাভেল ফেস্ট ২০২৬-এ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যে অন্তত ১০ লক্ষ পর্যটক আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শান্তিপূর্ণ আবহ, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতি মিজোরামের পর্যটনের প্রধান সম্পদ। কেন্দ্র ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বর্তমানে ৬৮১.১৬ কোটি টাকার পর্যটন



পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মধ্যে রয়েছে ইকো-রিসর্ট, রোপওয়ে, ঐতিহ্যকেন্দ্র এবং পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে অগস্ট পর্যন্ত

মিজোরামে ৬.৭ লক্ষেরও বেশি পর্যটক এসেছেন। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা ৫১ শতাংশ বেশি। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে বাইরাবি-সাইরাং রেলপথ চালু হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

পর্যটনমন্ত্রী লালনঘিংলোভা হামার জানান, পর্যটনের সুফল স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। পরিবেশ ও মিজো সংস্কৃতি রক্ষা করে পর্যটন সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্লাস্টিক বর্জ্য কমানো এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতেও জোর দিচ্ছে সরকার।

ত্রিপুরার ডিগ্রি কলেজে আরও ১২৬ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

আগরতলা : ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে ডিগ্রি কলেজগুলিতে নতুন করে ১২৬ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। বুধবার আগরতলার মহিলা কলেজের মাতঙ্গিনী অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। উচ্চশিক্ষা দফতর এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে ৭৪ জন সহকারী অধ্যাপকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের অধিকাংশই মহিলা। পাশাপাশি, তৃণমূল স্তরে যুব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা ১০ জন যুব সংগঠককেও নিয়োগপত্র দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনার আওতায় ৩০ জন মেধাবী ছাত্রীকে স্কুটার প্রদান করা হয়। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং কলেজে যাতায়াতের সমস্যা কমিয়ে তাঁদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মানিক সাহা বলেন, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে এই প্রকল্পের আওতায় ১৫২ জন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১২২ জন ছাত্রী সুবিধা পেয়েছেন। ২০২৫ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের জন্য অর্থ দফতর বছরে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলেও জানান তিনি।



মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলার উপরও গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মানিক সাহা। তাঁর বক্তব্য, মহিলারা আর্থিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী হলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে গোটা সমাজে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেও এই লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, অতিরিক্ত সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ফলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকসংকট মোকাবিলায় সাহায্য মিলবে।

চিনের বাঁধের মোকাবিলায় সিয়াং প্রকল্পের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরল অরুণাচল বিজেপি

ইটানগর : চিনের উজানে বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্পের (এসইউএমপি) কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরল অরুণাচল প্রদেশ বিজেপি। জাতীয় নিরাপত্তা, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে দাবি দলের।

ইটানগরে বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যসভার সাংসদ তাই তাগাক এবং রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী নিয়াতো দুকাম প্রকল্পটি নিয়ে কংগ্রেসের সমালোচনার জবাব দেন। তাগাকের বক্তব্য, প্রকল্পটিকে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চলবে না। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী সিয়াংয়ের জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং চিনের বাঁধ নির্মাণের ফলে তৈরি হওয়া কৌশলগত উদ্বেগ মোকাবিলাতেও এটি সহায়ক হতে পারে। তাগাক জানান, ১৯৮৩ সালে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের অধীনে প্রকল্পটির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ২০০৮ সালে এটি জাতীয় প্রকল্পের মর্যাদা পায়।

তবে সিয়াং উপত্যকায় প্রকল্পটির বিরোধিতা করছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিভিন্ন সংগঠন। তাঁদের আশঙ্কা, সমীক্ষা ও প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়ন এলাকার পরিবেশ, জমি এবং আদিবাসী সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সিয়াং ইন্ডিজেনাস ফার্মার্স ফোরাম ইয়ুথ উইং এবং সুম্প অ্যাফেক্টেড এরিয়া ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন-সহ বিভিন্ন সংগঠন সমীক্ষা বন্ধের দাবি জানিয়েছে। আটক স্থানীয়দের মুক্তি এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিও উঠেছে।

ক্লাস চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভাঙল স্কুল, পাকিস্তানে মৃত ২৮ পড়ুয়া, ধ্বংসস্তূপে বহু



পেশোয়ার : ক্লাস চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল স্কুলবাড়ি। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে এই মর্মান্তিক ঘটনায় অন্তত ২৮ জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও অন্তত ৪০ জন আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আচমকাই স্কুলবাড়িটি ভেঙে পড়ে। সেই সময় শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনা চলছিল। বিকট শব্দে ভবনটি ভেঙে পড়তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শিশুদের উদ্ধারের কাজে হাত লাগান। পরে উদ্ধারকারী দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

এখনও পর্যন্ত অন্তত ৪৫ জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আহত। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মৃত পড়ুয়াদের বয়স ছয়

থেকে ১৩ বছরের মধ্যে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় এক শিক্ষিকারও মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও অনেকে আটকে থাকায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন উদ্ধারকারীরা।

এদিকে, সন্তানদের খোঁজে স্কুলের সামনে ভিড় জমিয়েছেন উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরা। হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আহতদের চিকিৎসায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রাথমিক তদন্তে স্কুলবাড়িটির কাঠামোগত দুর্বলতার বিষয়টি সামনে এসেছে। ভবনটির নির্মাণে ত্রুটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় এড়াতে প্রদেশের সমস্ত স্কুলবাড়ির পরিকাঠামো পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রশাসন।

‘অবকাশকালীন বেঞ্চ ডাম্পিং গ্রাউন্ড নয়’, অভিষেককে ভর্ৎসনা আদালতের

কলকাতা: কলকাতা হাই কোর্টে ফের থাকার খেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের বিরোধিতা করে দায়ের করা তাঁর মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দিল আদালত। একই সঙ্গে অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলাটি পাঠানোর আবেদন জানাতে গিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল অভিষেকের আইনজীবীকে। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অবকাশকালীন বেঞ্চ কোনও ‘ডাম্পিং গ্রাউন্ড’ নয়।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেকের দায়ের করা মামলাটি আগামী ডিসেম্বর মাসে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রায় প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে নির্ধারিত সময়ের আগেই মামলাটির শুনানির আবেদন জানানো হয়। বৃহস্পতিবার



এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য।

আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ফলে মামলাটি দ্রুত শুনানি করা প্রয়োজন। ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তার আগেই শুনানির ব্যবস্থা করা হোক। তা সম্ভব না হলে মামলাটি অবকাশকালীন বেঞ্চে পাঠানোর আবেদনও জানান তিনি।

তবে এই আর্জিতে সম্মতি দেননি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। বরং অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা পাঠানোর প্রস্তাব নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। বিচারপতি বলেন, অবকাশকালীন বেঞ্চ কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নয়। চাইলেই সব মামলা এই বেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না। আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, শুধুমাত্র দ্রুত শুনানির আবেদন জানালেই কোনও মামলাকে অবকাশকালীন বেঞ্চে পাঠানো সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে মামলাটির জরুরি শুনানির প্রয়োজনীয়তা আদালতের বিবেচনার বিষয়।

হিন্দু থেকে মুসলিম হলে মিলবে না সংরক্ষণ, মাদ্রাজ হাই কোর্টের রায় বহাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেই অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়া যাবে না। বৃহস্পতিবার মাদ্রাজ হাই কোর্টের এই রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ু সরকারের ২০২৪ সালের মার্চের নির্দেশিকায় হিন্দু থেকে মুসলিম হওয়া অনগ্রসর শ্রেণি, অতি অনগ্রসর শ্রেণি এবং তফসিলি জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের অনগ্রসর মুসলিম (বিসিএম) শ্রেণিতে শংসাপত্র দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করেছিল মাদ্রাজ হাই কোর্ট। রাজ্যের আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ধর্মান্তরের আগের সামাজিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের দাবি করা যায় না।

‘কেউ আমাদের ধমকাতে পারে না’, রাহুলের আচরণে ক্ষোভ সুপ্রিম কোর্টের, নেতাদের নোটিস

নয়াদিল্লি:

‘কেউ বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখাতে পারবে না।’ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নাম না করে এভাবেই কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। হাজার হাজার সমর্থককে নিয়ে শীর্ষ আদালতের দিকে মিছিল করার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, এ ধরনের আচরণে বিচারব্যবস্থা প্রভাবিত হয় না। বিজেপি মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়ার দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছে আদালত।

গত সোমবার ইন্ডি জোটের শরিকদের সমর্থনে সুপ্রিম কোর্টের দিকে মিছিল করেন রাহুল গান্ধী। বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়ার অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে বিচারব্যবস্থাকে নিশানা করা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, কেউ বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতকে প্রভাবিত করার এই ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। বিচারপতির বলেন, আদালতের বাইরে অনেকেই নানা মন্তব্য করেন। কোথায় কী হচ্ছে, সে সম্পর্কে তাঁরা অবগত। বিচারব্যবস্থাকে এভাবে চাপে ফেলার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না।

মিছিলের উদ্দেশ্য ও তার প্রেক্ষাপট নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব-সহ ইন্ডি



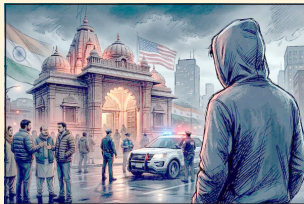
জোটের নেতাদের নোটিস পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার মিছিলের পর বিরোধী নেতারা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে তদন্ত-সহ একাধিক দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই মামলার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকেও নোটিস পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে নির্বাচন কমিশনকে নোটিস পাঠানোর অর্থ এই নয় যে কোনও নেতার আচরণকে আদালত ক্ষমা করে দিয়েছে। পরবর্তী শুনানিতে সংশ্লিষ্ট নেতাকে তাঁর আচরণের ব্যাখ্যা দিতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত।

এদিকে, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এক মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন গৌরব ভাটিয়া। এ বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চাইলেও প্রধান বিচারপতি তাঁকে পৃথক আবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আলাদা আবেদন জমা পড়লে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। সব মিলিয়ে, রাজনৈতিক কর্মসূচি ও বিচারব্যবস্থার প্রতি আচরণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কড়া অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে।

ভারতবিরোধী বিদ্বেষ থেকে হিন্দু মন্দিরে গণহত্যার ছক আমেরিকায় গ্রেফতার ১৯ বছরের যুবক

শিকাগো: আমেরিকার শিকাগোয় হিন্দু মন্দিরে হামলা চালিয়ে গণহত্যার পরিকল্পনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ১৯ বছরের এক যুবক। ধৃতের নাম আলেকজান্দ্রোস পাপোরাকিস। পুলিশের দাবি, ভারতীয়দের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ থেকেই এই হামলার ছক কষেছিলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে চরমপন্থী মতাদর্শের একাধিক ইশতেহার এবং ভারতবিরোধী স্লোগান লেখা নথি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১১ অক্টোবর ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের অরোরা এলাকার একটি হিন্দু উপাসনালয়ে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন অভিযুক্ত। নিজের পরিকল্পনার কথা এক সহকর্মীকেও জানিয়েছিলেন তিনি। দিনটিকে ‘বিশেষ দিন’ বলে উল্লেখ করেছিলেন পাপোরাকিস। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত

হয়নি। অস্ত্র সংক্রান্ত সমস্যার কারণে হামলার ছক ভেঙে যায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্তের কাছ থেকে একাধিক রাইফেল, রাইফেলের



ম্যাগাজিন, বডি আর্মার বা সুরক্ষাকবচ এবং বিভিন্ন সরঞ্জামের ছবি উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি, বেশ কিছু নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলিতে ভারতবিরোধী বক্তব্য ও চরমপন্থী মতাদর্শের পরিচয় মিলেছে বলে অভিযোগ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে অভিযুক্তের পরিকল্পনা সম্পর্কে খবর পাওয়া গিয়েছিল। এরপরই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। অরোরা এলাকার একটি হিন্দু মন্দিরে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেলেও, ঠিক কোন উপাসনালয়কে নিশানা করার ছক ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

গ্রামীণ নারী কৃষকের হাতেই প্রকৃতির সুরক্ষা, টেকসই ভবিষ্যতের চাবিকাঠি

রঞ্জন কে বরুয়া

প্রকৃতি আজ গভীর সংকটের মুখে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডও পৃথিবীর ভারসাম্যকে ক্রমশ বিপন্ন করে তুলছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব সময় ঠেকানো সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের দায় এড়ানোর কোনও সুযোগ নেই। বন ধ্বংস, জল ও মাটির দূষণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সমস্যার মোকাবিলায় সংরক্ষণের উদ্যোগ যেমন জরুরি, তেমনি প্রয়োজন নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ। এই লড়াইয়ে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়ন শুধু ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়; চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলারও অন্যতম শর্ত।

বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনে নারীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকাজের পাশাপাশি তাঁরা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশ্বের বহু দেশে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নারীদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় এই ক্ষেত্রের উপর নারীদের নির্ভরশীলতা বেশি। ফলে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সুযোগের বৈষম্য দূর করা গেলে শুধু নারীদের জীবনযাত্রার মানই উন্নত হবে না, তাঁদের পরিবারের পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তাও বাড়বে। পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষমতা শক্তিশালী হবে।

২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে কৃষিশ্রমিকদের প্রায় ৪০ শতাংশই নারী। আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে এই হার ৫০ শতাংশেরও বেশি। অথচ কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদানের সঙ্গে তাঁদের অধিকার ও সুযোগের সামঞ্জস্য নেই। জমির মালিকানা, ঋণ, শিক্ষা, উন্নত প্রযুক্তি এবং উৎপাদন সংক্রান্ত সুযোগের ক্ষেত্রে তাঁরা এখনও নানা বাধার সম্মুখীন হন। কৃষিক্ষেত্রে প্রতি দশজন কর্মীর প্রায় চারজন নারী হলেও কৃষিজমির মাত্র ১৫ শতাংশের মতো তাঁদের

মালিকানা রয়েছে। নারী কৃষকেরা যদি পুরুষদের সমান উৎপাদন-সহায়ক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পেতেন, তবে কৃষির উৎপাদনশীলতা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারত। এর ফলে অতিরিক্ত ১০০ থেকে ১৫০ মিলিয়ন মানুষের খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব হতো।

এই পরিসংখ্যানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কৃষিক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যের বাস্তব চিত্র। গ্রামীণ নারীরা মাঠে কাজ করেন, বীজ বোনে, ফসল তোলেন, গবাদিপশুর যত্ন নেন এবং পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অথচ জমির মালিকানা, কৃষিঋণ এবং কৃষি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকেই পিছিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে জমিতে তাঁদের শ্রম ও অবদান থাকলেও মালিকানার নথিতে নাম থাকে না। ফলে সরকারি সহায়তা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা সমস্যার মুখে পড়েন।

গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের এই বাস্তবতা আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে: যাঁরা খাদ্য উৎপাদন ও প্রকৃতি সংরক্ষণে এত বড় ভূমিকা পালন করেন, তাঁদেরই কেন সমান অধিকার ও সুযোগের জন্য লড়াতে হবে? সামাজিক

বৈষম্য, প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামোগত বাধা গ্রামীণ পরিবার ও সমাজে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সীমিত করে রাখে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার এবং অন্যান্য মৌলিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও বহু গ্রামীণ নারী ও কিশোরী সমান সুযোগ পান না। তার উপর তাঁদের বিপুল শ্রমের একটি বড় অংশ অবৈতনিক এবং আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক হিসাবের বাইরে থেকে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে চলতি বছরের আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য: ‘প্রকৃতিমাতার যত্নে গ্রামীণ নারী কৃষক’। এই প্রতিপাদ্য গ্রামীণ নারীদের দৈনন্দিন অবদানকে সম্মান জানায়। বীজ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জলসম্পদের সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং অবক্ষয়িত জমির পুনরুদ্ধারের মতো কাজে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের অনেকের কাছে প্রকৃতি সংরক্ষণ কোনও তাত্ত্বিক ধারণা নয়; বরং জীবন ও জীবিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বাস্তব অভিজ্ঞতা। কোন বীজ স্থানীয় আবহাওয়ায় ভালো ফলন দেয়, কীভাবে মাটির উর্বরতা বজায় রাখা যায়, কীভাবে জল সংরক্ষণ করে কৃষিকাজ চালানো যায়; এই সব বিষয়ে তাঁদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান পরিবেশবান্ধব কৃষির ক্ষেত্রে

মূল্যবান সম্পদ। প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়। ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ৬২/১৩৬ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০০৮ সালের ১৫ অক্টোবর প্রথমবার এই দিবস পালিত হয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে গ্রামীণ নারী, বিশেষত আদিবাসী নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই দিবসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারতেও গ্রামীণ নারী কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর্থিক সহায়তা, সাশ্রয়ী কৃষিঋণ, উন্নত পরিকাঠামো, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী কৃষকদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। কৃষি প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা ‘এটিএমএ’ প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ১১.৬১ লক্ষেরও বেশি নারী কৃষককে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘কৃষি সখী’ উদ্যোগের

লক্ষ্যও কৃষিক্ষেত্রে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

গ্রামীণ ভারতের অর্থনৈতিক পরিবর্তনেও নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে। দেশের গ্রাম ও ছোট শহরগুলিতে বহু নারী প্রচলিত ভূমিকার গতি পরিবর্তন করে উদ্যোগপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন। দিনদয়াল অস্তোদয় যোজনা; জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায় ১০ কোটিরও বেশি নারী-পরিবারকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলি শুধু সংগঠন ও ঋণের সুযোগ তৈরি করেছে না, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগ, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা এবং স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক স্বাধীনতার পথও খুলে দিচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সামাজিক উদ্যোগও গ্রামীণ নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করেছে। গ্রামীণ নারী কৃষকদের প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য জমির অধিকার নিশ্চিত করা, কৃষিঋণ পাওয়ার বাধা দূর করা, বাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ বাড়ানো এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির নাগাল পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions
 Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krcetimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally
Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

